## মুকুলের আসর

# আম কুড়ানি জিন

**মুনীরুল ইসলাম**

আমি যখন তোমাদের মতো ছোট তখন আমরা কয়েকজন মিলে এ বাড়িতে ও বাড়িতে আম কুড়াতে যেতাম। তখন রুবীর মা দাদীর পুকুর পাড়, ইছন হাজী দাদার পুকুর পাড় এবং ডিলার চাচার পুকুর পাড় আম গাছে ঘেরা ছিল। এর মধ্যে রুবীর মা দাদীর পুকুর পাড়ে আম গাছ সবচেয়ে বেশি। আর এখন তো গাছ নেই বললেই চলে। আম কুড়ানো তো দূরের কথা পাখিদের বসার জায়গাটুকুও ওরা ঠিকমতো পায় না। মানুষ গাছ কেটে কেটে প্রকৃতির সবুজ রঙ নষ্ট করে ফেলেছে।

যাকগে সেকথা। কার আগে কে আম কুড়াতে পারে এ নিয়ে আমাদের মধ্যে চলতো প্রতিযোগিতা। সে জন্য আমরা খুব ভোরে ঘুম থেকে জেগে উঠতাম। আম কুড়ানোর পর কায়দা-ক্বোরআন নিয়ে চলে যেতাম বাড়ির পাশের মক্তবে। ফজরের নামায পড়ে মুসল্লিরা বেরিয়ে গেলেই আমরা মক্তবে ঢুকতাম।

একদিন তখনও ফজরের আজান হয়নি। আমি আম্মুর গলা ধরে ঘুমিয়ে আছি। তখন আমার জেঠাতো বোন রূপা আপু আমাকে ডেকে তুললেন। আমাকে নিয়ে তিনি আম কুড়াতে যাবেন। আমি চোখ কচলাতে কচলাতে ওঠে গেলাম। ওঠে আপুর সাথে হাঁটতে লাগলাম। তখন ছিল পাটের মৌসুম। পাট গাছ বেশ বড় হয়ে উঠেছিল। পাটক্ষেতের আল বেয়ে পৌঁছলাম রুবীর মা দাদীর পুকুর পাড়ের একেবারে কাছাকাছি। তখনও আমরা পাটগাছের আড়ালে। আপু সামনে আমি পেছনে। তিনি আমার একটি হাত ধরে রেখেছেন। আপু আর সামনে এগুলেন না। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। আমরা আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম রুবীর মা দাদী পুকুর পাড়ের নামায় পড়ে যাওয়া পাকা মিষ্টি আমগুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে নিজের কোচরে ভরছেন। আমগুলো দেখে আমার খুব লোভ হলো। জিহ্বার পানি পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। দাদীর পরনে সব সময়ের মতো সাদা ধুতি। একেবারে ঘোমটা মুড়ি দেয়া। লাঠি ভর দিয়ে আম কুড়াচ্ছেন তিনি। তাকে এখনই দেখা যাচ্ছে আবার এখনই দেখা যাচ্ছে না। আকাশে উড়োজাহাজ ওড়ে যাওয়ার সময় যেমনি একবার সাদা মেঘের চাদরে ঢেকে যায় আবার ভেসে ওঠে, রুবীর মা দাদীকে ঠিক তেমনি মনে হলো। আমি ভীতুর ডিমের মতো আপুর দিকে একবার তাকালাম। আপু নিজের মুখের উপর আঙ্গুল রেখে চুপ থাকার ইশারা করলেন। এতক্ষণ তো শুধু আমি চুপ ছিলাম, এখন আমার শিরা-উপশিরাও চুপ হওয়ার জোগাড়। একটা অজানা ভয়ে গা ছমছম করে উঠলো। এরই মধ্যে কয়েকটি মসজিদে ফজরের আজান হয়ে গেছে। প্রকৃতি আস্তে আস্তে ফর্সা হতে শুরু করেছে। এখন দাদীকে আর দেখা যাচ্ছে না। আবার হেঁটে বাড়িতে উঠতেও দেখলাম না। এরপর আপু আমাকে নিয়ে আম গাছের নিচে গেলেন। যেখানে রুবীর মা দাদী এতক্ষণ আম কুড়িয়েছেন। আমরা কিছু পাখি-খাওয়া, পোকা-খাওয়া আম পেলাম। তেমন ভাল আম পেলাম না। আমি আপুর কাছে জানতে চাইলাম। আজকে দাদী এ আমগুলো নেয়নি কেন, অন্য সময় তো তিনি এমন 'খাওরা' আমও নিয়ে যান?

আপু আমার কথার কোন জবাব দিলেন না। শুধু মুখ চেপে হাসলেন। এরই মধ্যে রুবীর মা দাদীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাঁকডাক শুরু করলেন। আমি দাদীকে দেখে অবাক হয়ে আপুকে বললাম, আপু! দাদীর কাপড়টাতো একটু আগে আরো ধবধবে সাদা ছিল, এখন এমন দেখাচ্ছে কেন? আপু আমাকে নিয়ে আমাদের বাড়ীর দিকে দ্রুত হাঁটা দিয়ে বললেন, ওটা রুবীর মা দাদী ছিল না, এটা ছিল আম কুড়ানি জিন।

### রোম শহর কিভাবে তৈরি

**আতিয়া পারভিন**

আমরা জানি যে, ইটালির রাজধানীর নাম রোম। এই রোম কিভাবে গড়ে উঠলো সেই গল্প বলি। অনেক দিন আগের কথা। ইটালির রাজার দুটি ছেলে ছিল। একজন খুবই ভালো এবং দয়ালু। নাম লুমিটার। অন্যজন এমুলিয়াস। খুবই নিষ্ঠুর ও চতুর। যেদিন রাজা মারা গেলেন তারপরের দিনই নিষ্ঠুর এমুলিয়াস লুমিটরকে বনবাসে পাঠিয়ে দিল। লুমিটরের সাথে ছিল তার মেয়ে ও দুই জমজ নাতি। ভাইকে বনবাসে পাঠিয়েও এমুলিয়াস খুশি ছিল না, কারণ তার মনে হতো একদিন না একদিন লুমিটর বা তার নাতিরা ফিরে আসবে এবং তার কাছ থেকে রাজ্য কেড়ে নেবে। তাই সে তার সৈনিকদের আদেশ করল জঙ্গলে গিয়ে লুমিটর ও তার পরিবারের সবাইকে মেরে ফেলতে।

সৈনিকরা লুমিটরকে না পেয়ে তার মেয়েকে হত্যা করল। সৈনিকরা কিন্তু লুমিটরের দুটি জমজ ফুটফুটে নাতিকে জানে মারতে পারলো না, মায়া হলো। তখন তারা বাচ্চা দুটোকে ঝুড়িতে ভরে ডাইভার নদীতে ভাসিয়ে দিল। নদীতে যখন ঝুড়িটি ভেসে যাচ্ছিল তখন এক নেকড়ে বাঘ ঝুড়িটি পায়। সে ঝুড়ি থেকে বাচ্চাদের বের করে মুখ দিয়ে টেনে নিজের গুহাতে নিয়ে যায়। নিজের বাচ্চার মতো দেখে রাখে। এর বেশ কিছুদিন পর এক মেষপালক বাচ্চা দুটোকে খুজে পায় এবং সাথে করে তার জঙ্গলের কুটিরে নিয়ে যায়। এটা সেই জঙ্গল যেখানে তার নানা থাকে। মেষপালক ও তার স্ত্রী ছেলে দুটোর নাম দেয় রোমুলাস ও রিমাস। সেখানেই তারা বড় হতে থাকে। এভাবে প্রায় ২০ বছর অতিবাহিত হয়ে যায়।

এক দিন রিমাস জঙ্গলে ঘুরছিল। সে সময় লুমিটরের এক চাকরের সাথে ধাক্কা লাগে এবং দুজনে ঝগড়া বেধে যায়। কেউই তখন কারো পরিচয় জানতো না। চাকরটা রিমাসকে লুমিটরের কাছে নিয়ে যায়। যখন লুমিটর রিমাসকে দেখলো তখন তার মনে পড়ে গেল নিজ মেয়ের কথা, যে সৈনিকদের হাতে নিহত হয়। এই মেয়ের সাথে রিমাসের চেহারাতে মিল আছে দেখে লুমিটর তার পরিবার সম্পর্কে জানতে চাইলো। রিমাসের মুখ থেকে সবকিছু শোনার পর তিনি বুঝতে পারলেন এটি তার নিজের নাতি এবং অন্যজনও বেঁচে আছে। তিনি রিমাসকে সব ঘটনা খুলে বললেন কিভাবে তাকে বনবাসে পাঠানো হয়। কিভাবে তার মাকে হত্যা করে।

এরপর রিমাস প্রতিশোধ নেবার জন্য ভাই রোমুলাসকে নিয়ে রাজ্যে যায় এবং এমুলাসকে হত্যা করে লুমিটরকে রাজার আসনে বসায়। জনগণ তাদের সত্যিকারের রাজাকে পেয়ে ভীষণ খুশি হয়। এভাবে বেশ কয়েক বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। লুমিটর মারা যাওয়ার আগে বলে যান যে, রোমুলাস হবে পরবর্তী রাজা। রোমুলাস রাজা হওয়ার পর সিদ্ধান্ত নেন একটা সুন্দর শহর গড়ে তুলবেন। এজন্য তিনি জায়গা নির্বাচন করেন পাহাড়ে সেই গুহার কাছে যে গুহাতে সে ও তার ভাই নেকড়ের সাথে বাস করতো। রোমুলাস নিজের নামের সাথে মিল রেখে শহরটির নাম দেন 'রোম'। এভাবেই রোম শহরের গোড়াপত্তন হয়। বর্তমানে এই রোম শহরটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ও সুন্দর শহরগুলোর মধ্যে অন্যতম।

[সূত্রঃ ইটালিয়ান উপকথা অবলম্বনে]

## তিনি সিটিতে ভোট

**সাইদ সাহেদুল ইসলাম**

দুই ঢাকা আর চিটাগং- এই
তিন সিটিতে ভোট
নেতার গুণে মুখর যে তাই
সমর্থকের ঠোঁট।

এই নেতাদের চরিত্র সেই
জেতার পরও যদি
থাকত অটল- উন্নতি ঠিক
বইত নিরবধি।

দল থেকে তাই গুণী নেতা
চাই যে বাছাই করা
কাটে যেন সিটিবাসীর
শান্তি-সুখের খরা।

অতীত থেকে শিক্ষা নিয়েই
দেখলে ভবিষ্যৎ
নগর পিতা খুলতে পারেন
উন্নয়নের পথ।

## শবে বরাত

**মুহাম্মদ মুর্শিদুজ্জমান (জীম)**

শা'বান মাসের চৌদ্দ তারিখ
দিবাগত রাত
সেই রাতকে বলা হয়
লাইলাতুল বরাত।

এ নিশিতে মানব জাতির
ভাগ্য লিখা হয়,
ভাগ্য প্রসন্ন হবে তার
যে ইবাদতে রয়।

এ রজনী ইবাদতে কাটাবে
যে ব্যক্তি,
জাহান্নামের আগুন থেকে পাবে
সে মুক্তি।

এ রজনীতে তুলে দুটি হাত
আল্লাহর কাছে চাও মাগফিরাত।

## তালপাখা

**আবেদীন জনী**

তালপাখা লাল মাখা
পাঁচ টাকা দাম
গ্রীষ্মের গরমে সে
মুছে দেয় ঘাম।

মেখে দেয় কী আরাম
সারা দেহ জুড়ে
ঝুর ঝুর হাওয়াতে
মন ফুরফুরে।

ছোট্ট এ তালপাখা
ভালোবাসি কত্ত
ছোটরাও কাজে লাগে
এই কথা সত্য।

## যারা এলো এ আসরে 'খ'

**৪৮৮২. মুহাম্মদ শেখ রিয়াদ**
বিশ্ব ব্যাংক আবাসিক এলাকা, প্লট ৩৩, ব্লক এন।
বিজয় স্মরণী কলেজ।

**৪৮৮৩. এ এম মইনুদ্দিন জামাল চিশ্‌তী**
তবলছড়ি, রাঙ্গামাটি।
চট্টগ্রাম গভ. কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট।

**৪৮৮৪. হাফসা মরিয়ম হানিফা**
এম এ হাকিম, ৭৬ দোহার পাড়া
টি টি সি রাজাপুর, পাবনা।

**৪৮৮৫. মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ্ আল আজম**
বুড়িগঞ্জ, শিবগঞ্জ, বগুড়া।
খাদিজা খাতুন আলিম মাদ্‌রাসা

**৪৮৮৬. মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম**
মুহাম্মদপুর, ঢাকা।
কাদেরীয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা।

**৪৮৮৭. মুহাম্মদ মিজানুর রহমান রায়হান**
দক্ষিণ পাইন্দং ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম
জেএম আহমদিয়া কামিল মাদরাসা।

**৪৮৮৮.সাজিদা আক্তার সাইবা**
উত্তরপাড়া, মধ্যবেতাগী, রাঙ্গুনিয়া
রহমানিয়া জামেউল উলুম মাদরাসা।

**৪৮৮৯. ইফতেখার বিন হান্নান**
করিম মঞ্জিল কে এস এ হাকিম রোড
মনসুরাবাদ, চট্টগ্রাম।
নাসিরাবাদ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়।

**৪৮৯০. মুহাম্মদ নওরোজ জামান (রাফি)**
মোস্তফাপুর, দুপচাচিয়া, বগুড়া।
খাদিজা খাতুন মাদরাসা

**৪৮৯১. মুহাম্মদ নাজমুস্ সাকিব**
মোস্তফাপুর, দুপচাচিয়া, বগুড়া
খাদিজা খাতুন আলিম মাদরাসা।

**৪৮৯২. মুহাম্মদ তানভীর আলম(ত্বহা)আল ফারুকী**
মোস্তফাপুর, দুপচাচিয়া, বগুড়া, রাজশাহী
খাদিজা খাতুন ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা

**৪৮৯৩. মুহাম্মদ ওসমান গনী**
দালাল বাজার, লক্ষ্মীপুর
গাউসুল আযম ই.তৈ.তা.সু. মাদরারাসা

**৪৮৯৪. মুহাম্মদ জামাল হোসেন**
দালাল বাজার, লক্ষীপুর।
গাউসুল আযম ই.তৈ.তা.সু. মাদরারাসা

**৪৮৯৫. মুহাম্মদ রায়হান মুবিন রানা**
দালাল বাজার, লক্ষ্মীপুর।
গাউসুল আযম ই.তৈ.তা.সু. মাদরারাসা

**৪৮৯৬. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ আল মিরাজ**
দালাল বাজার, লক্ষ্মীপুর।
গাউসুল আযম ই.তৈ.তা.সু. মাদরারাসা

**৪৮৯৭. মুহাম্মদ আল্ আমিন আলকাদেরী**
ধলমোহীনী, নামুজা সদর, বগুড়া।
খাদিজা খাতুন ইসলামিয়া মাদরাসা।

**৪৮৯৮. মুহাম্মদ তানভীর আলম**
কেপড়া, মোকামতলা, শিবগঞ্জ, বগুড়া।
খাদিজা খাতুন ইসলামিয়া মাদরাসা।

**৪৮৯৯. মুহাম্মদ শুয়াইবুল ইসলাম**
দক্ষিণ ইলশা বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।
হামিদিয়া হোসাইনিয়া রজ্জাকিয়া মাদরাসা।

**৪৯০০. মুহাম্মদ শাহাদাত হোসেন**
মুহাম্মদপুর, ঢাকা।
কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া মাদরাসা।

**৪৯০১. মুহাম্মদ নাঈম উদ্দীন (জিকু)**
উত্তর পাড়া, মধ্যবেতাগী, রাঙ্গুনিয়া।
রহমানিয়া জামেউল উলুম মাদরাসা।

**৪৯০২. মুহাম্মদ এহাসানুল করিম রুকন**
আমীর পাড়া, বেতাগী (সমিল), রাঙ্গুনিয়া।
জ্যৈষ্ঠপুরা রমনিমোহন উচ্চ বিদ্যালয়।

**৪৯০৩. মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন সিদ্দিকি**
পারুয়া, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।
বেতাগী রহমানিয়া জামেউল উলুম মাদরাসা।

**৪৯০৪. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম**
মাইজপাড়া, মধ্যবেতাগী, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।
বেতাগী রহমানিয়া জামেউল উলুম মাদরাসা।

**৪৯০৫. মুহাম্মদ মামুন**
উত্তরপাড়া, মধ্যবেতাগী, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।
ইমাম গাজ্জালী ডিগ্রি কলেজ।

**৪৯০৬. শাফায়াতুল ওমর চৌধুরী**
মধ্যবেতাগী, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।
বেতাগী রহমানিয়া জামেউল উলুম মাদরাসা

পরিচালক
মুকুলের আসর, মাসিক তরজুমান
জনাব,
আমি এ আসরের সদস্য হতে ইচ্ছুক। আমার বয়স ১৮'র বেশি নয়। আশা করি আমাকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করবেন।
নাম :.....বয়স:.....
ঠিকানা :.....
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:.....শ্রেণী:.....
স্বাক্ষর :.....তারিখ:.....